ধর্মচিন্তা

মযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান মানিক

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তথা গোটা ইসলামী জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠিত কোরআনের উপর। ইসলামী আদর্শবাদ এবং ইহার সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিমালা, বাধানিষেধ ও আইন-কানুনের মূল উৎস কোরআন। কোরআনের বাণীতে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলআমিন মানুষকে যে আদর্শ আচরণবিধি উপহার দিয়াছেন, তাহাই শরীয়া বা ইসলামী আইন হিসাবে পরিচিত।

পরিবর্তনশীল জীবনের নতুন কোন সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান না পাইলেই কৌতূহলী মুসলমানেরা মহানবীর (দঃ) শরণাপন্ন হইতেন এবং তাঁহার কাছ হইতে সমাধান নিয়া আসিতেন। তাঁহার সিদ্ধান্তই ছিল কোরআনের পর ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস ও ভিত্তি। অর্থাৎ কোরআনের পর মহানবীর হাদিস ও সুন্নাহই ইসলামী আইনের অপর উৎস।

ইসলামী আইনের বিকাশ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে জানা যায়, কোরআন ও হাদিসকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করায় কাহারও কোন আপত্তি ছিল না; এবং রাসূলুল্লাহ্‌র তিরোধানের পরও কোরআন ও হাদিসে যেসব সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইতো,- সেইগুলি সম্পর্কে বড়রকমের সমস্যা দেখা দেয় নাই। কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলশ্রুতিতে ইসলামের সহিত যখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির যোগাযোগ ঘটিতে শুরু করে, তখন তাঁহাদের প্রচলিত আচার-অনুশীলন ও নিয়ম-কানুনকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করিয়া দেখিতে হয় এবং কোন্ বিশেষ বিষয়টি ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, আর কোনটি তাহার পরিপন্থী, তাহাও স্থির করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহাছাড়া, নামাজ, রোজা, বিবাহ, তালাক ও ক্রয়-বিক্রয় হইতে শুরু করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। মোটকথা, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে মুসলমানদের সামনে দিন দিন এমন সব নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিতে লাগিল, যাহার সুস্পষ্ট সমাধান কোরআনে কিংবা হাদিসে নাই। এমতাবস্থায়, স্বভাবতই মুসলমানেরা পড়িল বিপাকে। তখনই দেখা দিল মতভেদ, তখনই প্রয়োজন হইয়া পড়িল বিস্তারিত আইন-কানুনের।

> ☐ মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তাহারা নহে যাহারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।
> —সূরা আসর

আইনের এই প্রয়োজন মিটাইবার লক্ষ্যে আইনতত্ত্বে পারদর্শী যেসব সাহাবী হাদিস হইতে আইনের সূত্র আহরণ করিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং এই দুরূহ কর্ম যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা হইলেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে মাসুদ (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)। তাঁহাদের সুচিন্তিত প্রাজ্ঞ অভিমতের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ইসলামী আইনের নীতিমালা। এইভাবে আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে চিন্তাভাবনার এক সুস্পষ্ট পর্ব সূচিত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের দিকে। সেই সময়েই ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া ও বিভিন্ন স্থানে বিকশিত হয় আইন বিষয়ক কিছু সুনির্দিষ্ট মত এবং এইগুলির ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে চারটি সুন্নী মযহাব।

প্রথম মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭ খ্রীঃ) এবং তাঁহার নামানুসারে তাহা পরিচিত হয় হানাফী মযহাব হিসাবে। আবু হানিফার (রঃ) আবির্ভাব ঘটে ইরাকে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের শাসনামলে। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ বিস্তৃত ছিল আব্বাসীয় খেলাফতের আঠার বছর অবধি। তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন আইনবিজ্ঞান অধ্যয়নে এবং স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হিসাবে। আইন বিশ্লেষণে তিনি যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন, তাহা সব মহলে স্বীকৃত। আইনতত্ত্বের সূত্র ও নীতি প্রণয়নে তিনি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করিতেন। তাঁহার আগে আইনের সহায়ক উৎস হিসাবে কিয়াস প্রচলিত থাকিলেও তিনিই কিয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করেন মুসলিম আইনের অন্যতম উৎস হিসাবে। তাঁহার প্রবর্তিত আইনের নীতিমালা 'ইসতিহসান' নামে পরিচিত। বাস্তবতার সঙ্গে আইনের সাযুজ্য অনুসন্ধান ছিল এই নীতির মূলকথা।

> ☐ প্রত্যেক জাতিরই কোন না কোনভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। আর যাহা দিয়া আমার উম্মতের পরীক্ষা করা হইবে তাহা হইল ধন-দৌলত।
> —আল হাদীস (তিরমিযী)

হানাফী মযহাবকে আরও প্রণালীবদ্ধ ও সংহত করেন আবু হানিফার (রঃ) দুই বিশিষ্ট শিষ্য আবু ইউসুফ (রঃ) এবং মোহাম্মদ আলী সায়বানী (রঃ)। স্বাধীন মতবাদ প্রয়োগের জন্য বিখ্যাত এই সম্প্রদায়টিকে আব্বাসীয় খলিফারা বিশেষ সম্মানের চোখে দেখিতেন। কিন্তু স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগের কারণেই তাঁহারা কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিলেন অষ্টম ও নবম শতকের দিকে। 'স্বাধীন' মতবাদ 'বিরোধী' আহলে আল-হাদিস সম্প্রদায় এই ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিল। বর্তমানে তুরস্ক, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানেরা এই হানাফী মযহাবের অন্তর্গত।

ইমাম মালেক ইবনে আনাস (৭১৩-৭৯৫ খ্রীঃ) মদীনায় প্রতিষ্ঠা করেন মালেকী মযহাব। তিনি তাঁহার সমসাময়িককালের হাদিস শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। আইনতত্ত্বে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'আলমুয়াত্তা'। 'মুয়াত্তা' প্রকাশের পর হইতেই শুরু হয় মালেকী মযহাবের বিকাশ। তাঁহার সঙ্গে আবু হানিফার (রঃ) মতের তেমন কোন পার্থক্য নাই। তবে, তিনি ব্যক্তির অভিমতের চাইতে হাদিসের উপর বেশী গুরুত্বারোপ করেন। ইহাছাড়া মদীনায় প্রচলিত রীতিনীতিকে তিনি আইনের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেন। তবে তিনি এইগুলি সমর্থনের প্রয়োজন মনে করিতেন প্রামাণিক হাদিস দ্বারা। তিনি যেসব আইন বিষয়ক রীতি সংগ্রহ করেন এবং যেগুলিকে মদীনার প্রচলিত আচারের আলোকে পরীক্ষা করেন, সেইগুলির সমবায়েই রচনা করিয়াছিলেন 'আল-মুয়াত্তা'। বর্তমানে মক্কা, মদীনা, পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর মিসরের অধিকাংশ অঞ্চল এবং জর্দান নদীর পশ্চিম অঞ্চলের বেশিরভাগ মুসলমান এই মযহাবে বিশ্বাসী। তৃতীয় প্রভাবশালী মযহাবের নাম শাফী মযহাব। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসলামী আইনের প্রথম ধ্রুপদী ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচিত ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস-আস-শাফী (খ্রীঃ ৭৬৭-৮১৯)। তিনি ছিলেন ইমাম মালেকের ছাত্র। কিন্তু আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার গুরুকে ছাড়িয়া যান। ইসলামী আইনের বিকাশে তাঁহার প্রভাব অপরিসীম। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'রিসালা'-আইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দিকে হাদিসের বহু সংকলন লক্ষ্য করা যায় এবং এইগুলির প্রামাণিকতা পরীক্ষারও প্রয়োজন দেখা দেয়। ইহাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানে কোরআন ও হাদিসের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ, কোরআন ও হাদিসে যেরূপ সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান নাই, সেগুলির সমাধানে কি করণীয়-প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক কোরআনীয় বাণী কিংবা হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করা যায় কিভাবে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়া যখন উত্তপ্ত আলোচনা ও অস্বস্তিকর বিতর্ক চলিতেছিল, তখনই আগাইয়া আসিয়াছিলেন আস-শাফী (রঃ)। তিনি বিরাজমান প্রয়োগ পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং হাদিসের উপকরণসমূহকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহার মতে, আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে কোরআন ইসলামী আইনের অকাট্য ভিত্তি, আর হাদিস ও সুন্নাহ ইহার পরিপূরক। কোরআন ও হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না। দুইটি হাদিস পরস্পর বিরোধী হইতে পারে; এই কথাও তিনি সহজে মানিয়া নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে যেইসব ক্ষেত্রে বিরোধ খুবই স্পষ্ট বলিয়া চিহ্নিত হইতো, সেইখানেই তিনি সংশ্লিষ্ট হাদিসের এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতেন; যার ফলে একটি হাদিসকে আর অপরটির বিরোধী মনে হইতো না। এই ধরনের সমন্বয়ধর্মী ভাষ্য সম্ভব, তাহা দেখাইবার উদ্দেশে তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার কিতাব 'ইখতেলাফ আল হাদিস' নামক গ্রন্থটি। এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তটি এরকম : "কোরআন হাদিসের বিরোধী নয় এবং মহানবীর হাদিস কোরআনকে ব্যাখ্যা করে। সুন্নাহ শুধু কোরআনের কোন হাদিসকেই কোরআনের সুস্পষ্ট অর্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। সুন্নাহ কখনো কোরআনের বিরোধী নয়, তাহা শুধু কোরআনের অর্থকেই বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করে।"

ইমাম শাফীর মতে, ইসলামী আইনের উৎস নিম্নরূপ : প্রথমে কোরআন ইহার পর হাদিসে বিধৃত মহানবীর সুন্নাহ, তৃতীয়ত আলেম সমাজের ইজমা (ঐকমত্য) এবং সর্বশেষে কিয়াসের মাধ্যমে ব্যবহৃত আলেমদের মৌলিক চিন্তার প্রয়োগ (ইজতেহাদ)।

আইনের দিক হইতে শাফীর মতবাদ হাদিস বিজ্ঞান বিকাশের পেছনে একটি উল্লেখযোগ্য প্রেরণা হিসাবে বিবেচিত। মুসলিম আইনের সব ক্লাসিক্যাল মতবাদের উৎস বলিয়াও তাহা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বর্তমানে মিসর, সিরিয়া, দক্ষিণ আরব; পশ্চিম আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় শাফীর অনেক অনুসারী রহিয়াছেন।

নবম শতকের খলিফা মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (৭৮০-৮৫৫খ্রীঃ) নেতৃত্বে একটি নতুন সম্প্রদায় শাফী সম্প্রদায় হইতে বাহির হইয়া আসে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, হাদিসে সুপণ্ডিত ও রক্ষণশীলপন্থী ইবনে হাম্বলের নামানুসারেই এই মযহাব হাম্বলী মযহাব হিসাবে পরিচিত। হাদিসের সর্বাত্মক ও সহিহ অনুসরণই কোরআন প্রবর্তিত আইনের মূল সূত্র। চৌদ্দ শতক পর্যন্ত হাম্বলের (রাঃ) অনুসারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে শুরু করে। বর্তমানে কেবল আরবেই এই মযহাবের সমর্থক দেখা যায়। আঠারো শতকে ওহাবীরা তাঁহাদের মতবাদের উৎস ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন হাম্বলীর কাছ হইতে।

আমরা এখানে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে চারটি সুন্নী মযহাব গড়িয়া উঠে তাহাদের কথা উল্লেখ করার চেষ্টা করিয়াছি। এই চারটি মযহাবই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল আব্বাসীয় শাসনামলে। এই মযহাব চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রত্যেকেই অর্জন করিয়াছিলেন জনগণের ব্যাপক স্বীকৃতি ও সম্মান এবং এজন্যই মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন প্রণালী প্রসঙ্গে তাঁহাদের রায় বিবেচিত হয় প্রায় অবশ্যপালনীয় হিসাবে। তাঁহাদের অনুসৃত গুরুত্বপূর্ণ ইজতেহাদ মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ফলে আজ পৃথিবীতে অধিকাংশ মুসলমান তাঁহাদের কোন না কোন একজনের নির্দেশিত পথের অনুসারী। মূলনীতির দিক হইতে এই চারটি মযহাবের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাখ্যায় তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই স্বতন্ত্র। ☐

ইত্তেফাক / ২১মে ১৯৯৯ / পৃ ৫